সিডনি শেলডনের

দা সাইলেন্ট উইডো

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার থ্রিলার

সিডনি শেলডনের

দা সাইলেন্ট উইডো

কাহিনিবিন্যাস : টিলি ব্যাগশ

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪২৭ ডিসেম্বর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Sidney Sheldon's
The Silent Widow
Story : Tilly Bagshawe Translated by **Anish Das Apu**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : December 2020
Price : 600.00
US $ 40
ISBN 978 984 95102 8 4

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

লেখকের উৎসর্গ

For Alice, with love.

অনুবাদকের উৎসর্গ

মোশতাক আহমেদ
আমার পছন্দের একজন মানুষ

লেখকের কথা

আবারও ধন্যবাদ জানাই শেলডন পরিবারকে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রা এবং মেরিকে কারণ তাঁরা আমাকে তাঁদের এ বইগুলো লেখার জন্য শুধু বিশ্বাসই করেননি রচনার বিষয়েও আস্থা রেখেছেন। আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমার কাছে বিশাল একটি ব্যাপার এবং এ বইটি সম্পাদনায় যেসব পরামর্শ আপনারা দিয়েছেন তা এক কথায় অমূল্য। আরও ধন্যবাদ আমার এডিটরদেরকে, মে চেন (নিউইয়র্ক) এবং কিম্বারলি ইয়ংকে (লন্ডন)। এবং ধন্যবাদ হারপার কলিন্সের ট্যালেন্টেড ও কমিটেড গোটা দলকে। ধন্যবাদ জানাই আমার এজেন্ট লিউক, মোর্ট জাংকলো এবং লন্ডনে হেলি ওগডেনকে। এছাড়া ধন্যবাদ রইল জাংকলো এবং নেসবিটের সকলকে। আর কৃতজ্ঞতা আমার পরিবার, বিশেষ করে আমার স্বামী রবিন এবং আমার প্রিয় চার সন্তান সেফি, জ্যাক, থিও ও সামারকে। আমি তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি।

টিলি ব্যাগশ

অনুবাদকের অনুভূতি

সিডনি শেলডনের নামে বই লিখে টিলি ব্যাগশ বর্তমানে থ্রিলার জগতের একটি সুপরিচিত নাম। শেলডনের নামে লিখিত টিলির সবগুলো থ্রিলারই আমরা প্রকাশ করেছি এবং বইগুলো পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। যদিও টিলি ব্যাগশ-র কিছু থ্রিলারের কাহিনী বিন্যাস নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে বাংলাদেশের পাঠকদের মাঝে। টিলি চেষ্টা করেন মাস্টার থ্রিলার রাইটার সিডনি শেলডনের রোমাঞ্চের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে। অনুবাদক হিসেবে টিলির লেখার ধরন আমার কখনো খারাপ লাগেনি। দা সাইলেন্ট উইডোও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বইতেও প্রচুর টুইস্ট রয়েছে। আর যথারীতি এটিও নায়িকা প্রধান গল্প। আশাকরি পাঠকদের ভালোই লাগবে দা সাইলেন্ট উইডো। তবে আগামীতে আমি বিশ্বসেরা কিছু থ্রিলার লেখকের দুর্দান্ত সব থ্রিলার নিয়ে আসছি অনিন্দ্য প্রকাশ থেকে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

অনীশ দাস অপ

অনিন্দ্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

থ্রিলার	মূল্য
ব্লাড লাইন	৩০০
দ্য নেকেড ফেস	১৮০
মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট	২৭০
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস	২৬০
দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট	৪৪০
মেমোরিজ অভ মিডনাইট	৩০০
দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি	৩২০
দ্য স্কাই ইজ ফলিং	৩০০
দ্য স্টারস শাইন ডাউন	৪০০
টেল মি ইয়োর ড্রিমস	৩০০
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস	৩০০
আর ইউ অ্যাফ্রেড অব দ্য ডার্ক?	৩০০
উইন্ডমিলস অব দ্য গডস	৪০০
দ্য স্যান্ডস অব টাইম	৪০০
দ্য আদার সাইড অভ মি	৪০০
নাথিং লাস্টস ফর এভার	৩৬০
আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর	৩২০
ইফ টুমরো কামস	৫০০
মাস্টার অব দ্য গেম	৫০০
দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন	৫০০
অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক	৩৮০
আফটার দ্য ডার্কনেস	৫০০
মিস্ট্রেস অব দ্য গেম	৬০০
দ্য টাইডস অব মেমোরি	৪০০
চেজিং টুমরো	৪০০
রেকলেস	৫০০
কিশোর সায়েন্স ফিকশন	
দ্য সিক্রেট পাথ	৬৫
টাইম টেরর	৬৫
অ্যালিয়েন ইনভেনশন	৬০
দ্য উইচেস রিভেঞ্জ	১০০
নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার	৬০
হরর সায়েন্স ফিকশন	
স্পিসিজ	১৫০
ইনভ্যাসন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স	১২০
স্পাই থ্রিলার	
দ্য আরব প্লেগ	১৪০
ভৌতিক গল্প সংকলন	

মুণ্ডুহীন প্রেত	৩২০
পিশাচ বাড়ি	৩২০
গ্রহান্তরের বিভীষিকা	৩২০

পূর্বাভাস

না, প্লিজ না! আমি পারব না...

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে বুড়ো লোকটি তাকিয়ে আছেন ড্রিল মেশিনের দিকে। তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি কল্পনায় দেখলেন ঘূর্ণায়মান ধাতব তাঁর মাংস আর হাত কেটে ঢুকে যাচ্ছে শরীরের ভেতরে। হাড়ের টুকরোগুলো ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। ওরা তাঁকে কড়িকাঠের সঙ্গে হাতেপায়ে পেরেক মেরে ক্রুশবিদ্ধ করে রেখেছে।

ওরা কি টাকার জন্য কাজটা করছে? ওরা যত টাকা চায় দিতে রাজি আছেন তিনি— যা দাবি করবে তাই দিয়ে দেবেন। তিনি মারা গেলে তো ওদের কোনো লাভ হবে না।

কতদিন ধরে তিনি এ গুদামঘরে বন্দি? কয়েকদিন? নাকি কয়েকঘণ্টা? প্রচণ্ড মার খেয়ে জ্ঞান ফেরা আর অজ্ঞান হওয়ার মাঝখানে আছেন তিনি। সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলেছেন। শুধু শরীরের তীব্র ব্যথার ব্যাপারে সচেতন। তাঁর ত্বক যেন চিৎকার করে জানান দিতে চাইছে ভয়াবহ এ শারীরিক বেদনার কথা। তাঁর পাঁজরের একটা হাড়ও বোধকরি আস্ত নেই। ফুলে আছে চোখ এবং ঠোঁট। ক্ষুর দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে তাঁর পুরুষাঙ্গে। কল্পনাতীত নিষ্ঠুর এবং নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। তাঁকে বেদম মারধর করার সময় তরুণী মেয়েটি ঘরের এককোণে ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে পুরো দৃশ্যপটের ভিডিয়ো করেছে। *মাগি।* তিনি তাঁর নির্যাতনকারীদের চেয়েও বেশি ঘৃণা করেন এই মেয়েটাকে। ওরা যেন ক্রমে চরমের দিকে চলে যাচ্ছে, শেষ করবে ড্রিল মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে। ওদের বসই হয়তো শেষ অস্ত্রটা তুলে নেবে হাতে। আতঙ্কের সার্কাসের রিং মাস্টার।

বাদামি চোখের লোকটা।

যেন স্বয়ং শয়তানের পুনর্জন্ম ঘটেছে তার মাঝে।

'প্লিজ!'

নির্যাতকরা ড্রিল মেশিনের সুইচ টিপে অন করতেই বৃদ্ধের ফোঁপানি চিৎকারে পরিণত হলো। ওরা হো-হো করে হাসতে হাসতে যন্ত্রটা নিজেদের মধ্যে লোফালুফি করছে। যন্ত্রের গর্জন ক্রমে বেড়েই চলেছে।

'আমাকে যা করতে বলো আমি করব! ওঃ গড, নো!' লোকটি হড়হড় করে বমি করে দিলেন। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল প্রস্রাব।

বাদামি চোখের লোকটি হাসল।

'কী বললে?' উপহাস তার কণ্ঠে। কানের পাশে হাত রাখল। সুন্দর করে নখ কাটা। 'দুঃখিত বন্ধু। ড্রিলের শব্দে তোমার কথা শুনতেই পাইনি।'

সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার লোকদের কাজ। নির্যাতিতের আকুতি, আর্তনাদ এবং শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের স্রোত, সবশেষে নীরবতা তাকে যৌন উত্তেজনা পাইয়ে দিলো। তার নির্দেশে তরুণীটি সমস্ত দৃশ্য ধারণ করেছে ভিডিয়ো ক্যামেরায়। সে নারীদের হত্যা করে দারুণ মজা পায়। তবে একটি জীবনের অবসানের মতো উত্তেজক ব্যাপার তার কাছে অন্যকিছু হতে পারে না। মানুষ হত্যা ক্ষমতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

একদা ক্ষমতাবান এবং ধনী বৃদ্ধটির প্রাণহীন, নিস্পন্দ দেহ কড়িকাঠে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলছে লোকটির সামনে। সে ভাবত এ বৃদ্ধ তার চেয়েও ক্ষমতাশালী। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। বৃদ্ধকে দেখাচ্ছে কসাইখানায় জবাই হওয়া স্রেফ একটা লাশের মতো।

'ওকে কি কড়িকাঠ থেকে নামিয়ে আনব, বস?' এক গুন্ডা জিজ্ঞেস করল তার প্রভুকে।

'না,' বাদামি চোখের লোকটা এক কদম সামনে বাড়ল। 'ও ওখানেই ঝুলে থাকুক।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একশো ডলারের এক তাড়া নোট বের করে বৃদ্ধের হাঁ করা মুখের মধ্যে সে ঢুকিয়ে দিলো।

বোকা বুড়ো আসল ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি।

কাজটা সে টাকার জন্য করেনি...

প্রথম খণ্ড

এক

ড. নিকি রবার্টস
ব্রেন্টউড, লস এঞ্জেলেস
১২ই মে, রাত ১১:০০ টা

মে মাসে লস এঞ্জেলেসে কখনো বৃষ্টি হয় না। তাই আমার নগ্ন বাহুতে হালকা কুয়াশার পরশ আমাকে যারপরনাই অবাক করে তুলল। পৃথিবীতে এটা আমার জন্য শেষ সারপ্রাইজ। আমি সারপ্রাইজ পেতে ভালোবাসি না।

আমাদের বাড়ির উঠোনটা বেশ সুন্দর লাগছে। সবুজ। ঝলমলে। আমি ম্যাগনোলিয়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। ডগ বসন্তে এটা লাগিয়েছিল, ওর অ্যাকসিডেন্টের ঠিক এক মাস আগে। *অ্যাকসিডেন্ট*। এ শব্দটা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আমি এখন জানি আমার স্বামীর মৃত্যু কোনো দৈবঘটনা ছিল না। এতে নিয়তিরও কোনো হাত ছিল না। ওই রাতে ডগ ৪০৫ নং স্ট্রিটে, প্রিয় টেসলা গাড়িটিতে আগুনে পুড়ে মারা যায়। সেটা ছিল শুরু।

তখন অবশ্য এসব ব্যাপার কিছুই জানতাম না।

আমার হাতে একখানা আগ্নেয়াস্ত্র, একটি নাইন এম এম ল্যুগার। আকারে ছোটো এবং নিরীহদর্শন। যে লোকটি পিস্তলটি আমাকে বিক্রি করেছিল, সে বলেছিল, 'মহিলাদের জন্য চমৎকার বন্দুক।'

যেন আমি কানের দুল কিংবা সিল্কের স্কার্ফ কিনছি। ডগের মৃত্যুর পরপরই আমি নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। আমি ঘুমের বড়ি খেয়েছিলাম। অনেকগুলো। তবে দুর্ভাগ্য, আমার হাউজকিপার রিটা আমাকে বড়ি গিলতে দেখেছিল এবং ৯১১-এ ফোন করেছিল। তবে এবারে আমার মৃত্যু কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এবারে ছোট্ট

খেলনা বন্দুকটি আমার কাজটা করে দেবে।

মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কোনোদিন পাইওনি। যদিও মনোবিজ্ঞানী হিসেবে অসংখ্য যেসব লোকের চিকিৎসা করেছি তাদের সকলেরই মৃত্যুভয় ছিল। এটি আসলে নিয়ন্ত্রণের একটি বিষয়। অজানাকে ভয়। আমি যেভাবে এটাকে দেখছি এবং যা করতে চলেছি তার পুরোটাই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের বিষয়। নিজের ইচ্ছেমতো পৃথিবীটাকে ছেড়ে যাওয়া একটা বিলাসিতার মতো।

সবাই এ সুযোগ পায় না।

আমার কারণে বহুলোকের মৃত্যু ঘটেছে। আজ রাতে একজন চমৎকার মানুষ তার জীবন হারিয়েছে। এ লোকটিকে আমি পছন্দ করতাম। এ লোকটি আমাকে পছন্দ করত।

এভাবে চলতে পারে না। এর অবসান ঘটাতে হবে।

বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে জোরেসোরে। আমি জিনসের প্যান্টে হাত মুছে নিলাম। বৃষ্টির জলে আমার মুঠো পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। এবারে কোনো ভুল করা চলবে না। আমি কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। তাকালাম বাড়িটির দিকে। ডগ এবং আমি মিলে বাড়িটি বানিয়েছিলাম। দারুণ একটি ঝুলবারান্দা-সহ ভারি সুন্দর বাড়িটি। মাস্টার সুইট থেকে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সমুদ্র। আমাদের স্বপ্নের বাড়ি। সেই দিনগুলো, যখন আমাদের মধ্যে স্বপ্ন ছিল। তার আগে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই ছিল না।

চোখ বুজলাম আমি। ক্লাইডোস্কোপের প্যাটার্নের মতো একটার পর একটা চেহারা ভেসে উঠল আমার সামনে।

যে মানুষটিকে আমি ভালোবাসতাম : ডগ।

যাকে আমি ভালোবাসতে পারতাম : লু।

যাদেরকে আমি হারিয়েছি : লিসা। ট্রে। ডেরেক। *আমি অত্যন্ত দুঃখিত*।

সবশেষে ভেসে উঠল তার চেহারা যাকে আমি ঘৃণা করি।

তুমি জানো তুমি কে। তুমি নরকে পচে মরবে।

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। জানি কাজটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি অন্য কোনো উপায় থাকত।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা কখনো হয় না।